ফ্রানশাইজ

লিন্ডার বয়স দশ, বাড়িতে একমাত্র সে-ই জেগে থাকতে পছন্দ করে।

নরম্যান মূলার আধো ঘুম আধো জাগরণের ভেতর লিন্ডার গলার আওয়াজ পাচ্ছিল। (শেষ পর্যন্ত সে গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছিল প্রায় একঘণ্টা আগে যদিও সেটা ছিল ঘুমের বদলে ক্লান্তিজনিত কারণে।)

লিন্ডা এখন তার বাবার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, ধাক্কা দিয়ে বাবাকে বলল, 'বাবা, বাবা, ওঠো, ওঠো!'

নরম্যান যন্ত্রণা আড়াল করল। 'কী হয়েছে, লিন্ডা।'

'বাবা দেখ, অন্য সময়ের তুলনায় বাইরে পুলিশ অনেক বেশি। চারিদিকে পুলিশের গাড়ি!'

নরম্যান মূলার ঘুম থেকে ওঠে পড়ল। কনুইতে ভর দিয়ে উঁচু হবার চেষ্টা করল। সকাল হতে শুরু করেছে মাত্র। আকাশটা কেমন যেন ঘোলা ঘোলা, যেন বিষণ্ন। মনটাও তার বিষণ্ন হয়ে উঠল। স্ত্রী সারাহ রান্না ঘরে সকালের নাস্তা বানাচ্ছে তার শব্দ শুনতে পেল। তার শ্বশুর ম্যাথিউ-র কাশির শব্দ আসছে বাথরুম থেকে। সন্দেহ নেই এজেন্ট হ্যান্ডলি তার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে।

আজ সেই দিন,

আজ নির্বাচনের দিন।

বছরটা শুরু হয়েছিল অন্য বছরগুলোর মতোই। হয়তো তার চেয়ে একটু খারাপ, কারণ বছরটা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বছর। তবে অন্য সব নির্বাচন বছরগুলোর মতো এতটা খারাপ নয়।

রাজনীতিবিদরা গান-রিট ইলেক্টোরেট এবং ইলেক্ট্রু-রনিক ইন্টেলিজেন্স ভৃত্য সম্পর্কে ভোটারদের কাছে বলছে। প্রেস কম্পিউটারের সাহায্যে পরিস্থিতি অ্যানালাইজ করছে (নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং সেন্ট লুই পোস্ট-ডেসপ্যাচ পত্রিকার নিজস্ব কম্পিউটার আছে) এবং ভবিষ্যতে কি কি হতে পারে সে সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছে। বক্তব্যদানকারী এবং নিবন্ধকাররা রাজ্য এবং কাউন্টিগুলো কে কোন ভূমিকা রাখবে সে নিয়ে পরস্পর বিরোধী মতামত প্রকাশ করছে।

এ বছরটা অন্যরকম মোড় নিতে যাচ্ছে তার প্রথম ইঙ্গিত দিয়েছিল সারাহ মূলার। ৪ অক্টোবরের, (নির্বাচন হতে আর মাত্র একমাস বাকি) সন্ধ্যায় তার স্বামীকে বলেছিল, 'শুনেছ কেন্টওয়েল জনসন বলেছে এবার ইন্ডিয়ানা রাজ্য বছরের সেরা রাজ্য হতে যাচ্ছে। তাকে নিয়ে এই কথা বলল চারজন। ভাবো একবার। আর আমাদের রাজ্য।'

ম্যাথিউ হরটেনওয়েলার খবরের কাগজের আড়াল থেকে মুখ বার করে, মেয়ের দিকে তাকিয়ে ঘোঁত ঘোঁত করে বললেন, 'ওদেরকে মিথ্যা বলার জন্যে টাকা দেওয়া হয়েছে। ওদের কথায় কান দিস না।'

'ওরা চারজন বলেছে, বাবা,' সারাহ নরম সুরে বলল। 'ওরা প্রত্যেকে ইন্ডিয়ানার কথা বলেছে।'

'ইন্ডিয়ানা রাজ্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ', নরম্যানও নরম সুরে বলল, 'হকিন্স-স্মিথ আইনের বলে ইন্ডিয়ানা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য, তাছাড়া সেবার ইন্ডিয়ানাপলিসে যা ঘটেছিল। ওটা—'

ম্যাথিউ রাগত চেহারা নিয়ে কাগজের আড়াল থেকে মুখটা বার করে বললেন, 'ওদের কেউ কিন্তু ব্লুমিংটন কিংবা মনরো কাউন্টির কথা বলেনি, বলেছে?'

'তা, ঠিক—' নরম্যান বলল

লিন্ডা এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিল আর প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল যখন যে কথা বলছিল, সে এবার বলল, 'এবছর তুমি কি ভোট দিচ্ছ?'

নরম্যান সুন্দর করে হেসে বলল, 'মনে হয় না দেব।'

কিন্তু অক্টোবরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বাতাস ততদিনে গরম হয়ে

উঠেছে, সারাহ-র স্বপ্ন দেখার অভ্যেস আছে। সে বলল, 'তাহলে তো দারুণ হয়, তাই না ?'

'আমি ভোট দিলে?' নরম্যান মূলারের হালকা সোনালী গোঁফের কারণে তাকে বেশ যুবক যুবক লাগে সারাহ-র কাছে, কিন্তু সেই গোঁফে এখন পাক ধরতে শুরু করেছে। ফলে তার চেহারা বৈশিষ্ট্যহীন করে তুলেছে। কপালের বলিরেখা গভীর হওয়াতে অনিশ্চয়তার ছাপ স্পষ্ট হয়েছে। সে কোনোদিন নিজের সম্পর্কে উচ্চ কোনো ধারণা পোষণ করেনি। তার স্ত্রী আছে, একটা চাকরি এবং ছোট্ট একটি মেয়ে আছে। হয়তো কোনো হতাশার মুহূর্তে মনে হয়েছে তার প্রাপ্য থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তবে সে মনে করাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় নি।

তাই সে তার স্ত্রীর চিন্তাধারা কোথায় যাচ্ছে সেটা ভেবে আতঙ্কিত হয়েছে। 'আসলে', সে বলল, 'প্রায় দুইশত মিলিয়ন মানুষ আছে দেশে, তাই এই বিষয়ে ভেবে ভেবে সময় নষ্ট করার কোনো যুক্তি নেই।'

স্ত্রী বলল, 'কেন, নরম্যান, তুমি দুইশত মিলিয়ন বলছ তা ঠিক নয়, সেটা তুমি ভালো করেই জান। কুড়ি থেকে ষাট বছরের মধ্যে হতে হবে এবং পুরুষরদের ভেতর থেকেই বাছা হয় তাহলে দাঁড়াচ্ছে পাঁচ কোটিতে এক। তারপর যদি ওরা সত্যি সত্যি ইন্ডিয়ানা—'

'তাহলে ওটা দাঁড়াচ্ছে কোয়ার্টর মিলিয়নে এক। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে এই সুযোগ নিয়ে ঘোড় দৌড়ে দৌড় দিতে বলছ না, ঠিক তো ? চল, খেতে চল।'

ম্যাথিউ কাগজের আড়াল থেকে বিড় বিড় করে বললেন, 'বোকার হদ্দ।'

banglainternet.com

লিন্ডা আবার বলল, 'তুমি কি এ বছর ভোট দেবে, বাবা?'

নরম্যান মাথা ঝাঁকাল শুধু। ওরা সবাই খাবার ঘরে মিলিত হল।

২০ অক্টোবর, সারাহ-র উত্তেজনা চরমে পৌঁছাল। কফি খাওয়ার সময় সে বলল যে, মিসেস শুলজ্ বলেছে, তার চাচাত ভাই একজন এ্যাসেম্বলির সেক্রেটারি, যে সকল "টাকা" এখন ইন্ডিয়ানার দিকে।

'সে আরো বলেছে যে প্রেসিডেন্ট ভিলার্স ইন্ডিয়ানাপলিসে ভাষণ দিতে যাচ্ছেন।'

নরম্যান মূলার, স্টোরে হাড়ভাঙা খাটুনি দেয় প্রতিদিন, সব শুনে শুধু ভ্রু জোড়া একবার উপরে তুলল তবে কিছু বলল না।

ম্যাথিউ হরটেনওয়েলার, যিনি ওয়াশিংটনের ওপর বিরক্ত, তিনি বললেন, 'ভিলার্স যদি ইন্ডিয়ানায় বক্তৃতা দেয় তাহলে বুঝতে হবে মাল্টিভ্যাক অ্যারিজোনাকে বেছে নিয়েছে। মাথা মোটা লোকটা কাছাকাছি যেতে ভরসা পাচ্ছে না।'

সারাহ তার বাবার কথায় তেমন আপত্তি জানাল না। বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না ওরা কেন দ্রুত কোনো রাজ্য ঘোষণা দিচ্ছে না, তারপর কোনো কাউন্টি ঘোষণা দিলেই পারে। তারপর যারা বাদ পড়ল তারা তো শাস্তি পেতে পারে।'

'ওরা যদি তেমন করে থাকে', নরম্যান বলল, 'তাহলে রাজনীতিবিদরা শুকুনের ঘোষণা অনুসরণ করবে। এরপর শহরের কোনায় কোনায় এক কি দুটো করে কংগ্রেসম্যান দেখা যাবে।'

ম্যাথিউ চোখ দুটো সরু করে তাকালেন এবং তার পেকে যাওয়া চুলে হাত বোলালেন। 'ওরা শুকুন, তাহলে শোনো—'

সারাহ বিড় বিড় করে বলল, 'শোনো বাবা—'

ম্যাথিউ গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'শোনো, ওরা যখন মাল্টিভ্যাক বসাল তখন আমি ওখানে ছিলাম। ওরা বলেছিল, এর ফলে দলগত রাজনীতি শেষ হল। আর কোনো ভোটারের টাকা প্রচার অভিযানে খরচ করা হবে না। আর নয় দাঁত বের করা প্রচার চাপ সৃষ্টি করে কংগ্রেস কিংবা হোয়াইট হাউসে ঢোকান। এরপর কি হল। প্রচার কমল না ঠিকই, শুধু অন্ধের মতো প্রচার হতে শুরু করল। একদল লোক পাঠান হল ইন্ডিয়ানায় হওকিন্স-স্মিথ এক্টের বলে এবং অন্য একটি দলকে পাঠান হল ক্যালিফোর্নিয়ায় জো হ্যামারের কেস নিয়ে যেখানে ওই কেসটি জটিল রূপ নিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, ওসব ছাড়, ফিরে যাও পুরান—'

লিন্ডা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'দাদা, তুমি কি চাও না বাবা এই বছর ভোট দিক?'

ম্যাথিউ মেয়ের দিকে একবার তাকালেন। তারপর নরম্যান এবং সারাহ-র দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটা সময় ছিল যখন আমি ভোট

banglainternet.com

দিয়েছি। সোজা হেঁটে গিয়েছি পোলিং বুথের দিকে, তারপর লিভার ধরে টান দিয়ে ভোট দিয়েছি। এর চেয়ে ভালো কিছু আর ছিল কি? আমি মনে মনে বলেছি; এই লোকটি আমার প্রার্থী এবং আমি তাকে ভোট দিলাম। এমনই হওয়া উচিত।'

লিন্ডা উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ভোট দিয়েছিলে? সত্যি?'

সারাহ তাড়াতাড়ি কথা বলে উঠল পাছে পাড়ায় এই কথাটা ছড়িয়ে যায় সেই ভয়ে। 'ও কিছু না, লিন্ডা। দাদা যে ভোটটা দিয়েছিল সেটা আসল ভোট নয়। ওই ধরনের ভোট সকলেই দিত, তোমার দাদাও দিয়েছে। কিন্তু ওটা আসল ভোট ছিল না।'

ম্যাথিউ রেগে বলে উঠলেন, 'আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ভোট দেওয়াটা ঠিক ভোট ছিল না। আমার বয়স যখন বাইশ তখন আমি ল্যাংলিকে ভোট দিয়েছিলাম এবং সেটাই আসল ভোট ছিল। আমার একটা ভোটে কিছুই যায় আসে না, তারপরেও। অন্য যে কোনো লোকের ভোটের যতটা গুরুত্ব ছিল আমারও ছিল ততটা। এবং কোনো মাল্টিভ্যাক ছিল না যে—'

নরম্যান বাধা দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, লিন্ডা, তোমার শোবার সময় হয়েছে। ভোট নিয়ে প্রশ্ন করাটা বন্ধ কর। যখন বড় হবে তখন তুমি নিজেই সব বুঝতে পারবে।'

নরম্যান তাকে চুমু খেল। ৯.১৫ মিনিট পর্যন্ত সে বিছানার পাশে বসে ভিডিও দেখতে পারবে বলে প্রতিজ্ঞা করল সে।

লিন্ডা বলল, 'দাদা,' দাদা কাগজটা না নামান পর্যন্ত লিন্ডা তার চেহারা নিচু করে দেখল তার দাদাকে। সেদিন ছিল শুক্রবার ৩১ অক্টোবর।

দাদা বললেন, 'বল?'

লিন্ডা তার দুই কনুই দাদার হাঁটুতে রাখল যাতে খবরের কাগজটা গুটিয়ে সরিয়ে রাখেন।

লিন্ডা বললেন, 'দাদা, তুমি কি সত্যি একবার ভোট দিয়েছিলে?'

দাদা বলল, 'তুমি তো শুনতে পেয়েছ আমি দিয়েছি, শুনতে পাওনি? তুমি কি ভেবেছিলে আমি গল্প করেছি?'

banglainternet.com

'না, না, কিন্তু মা বলল যে তখন সবাই ভোট দিত।'

'হ্যাঁ, দিত।'

'কিন্তু কিভাবে? কিভাবে সবাই ভোট দিত?'

ম্যাথিউ তার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর তাকে কোলে তুলে নিল।

গলার আওয়াজটা নরম করে নিয়ে বলতে শুরু করল, 'শোনো, লিন্ডা, আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে প্রত্যেকে ভোট দিত। ধর যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট কে হবে সেটা আমরা সিদ্ধান্ত নেব। ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকানরা একজন করে নমিনি দিত, তারপর সকলেই বলত কাকে তাদের বেশি পছন্দ। নির্বাচনের পর গুনে দেখা হত ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থীকে কয়জন চাইছে আর বিপাবলিকান দলের প্রার্থীকে কয়জন চাইছে। যে বেশি ভোট পেত সেই-ই প্রেসিডেন্ট হত। বুঝেছ?'

লিন্ডা হাঁ সূচক মাথা নাড়ল তারপর বলল, 'কিন্তু মানুষ বুঝত কি করে কাকে ভোট দিতে হবে? মাল্টিভ্যাক কি ওদের বলে দিত?'

ম্যাথিউর ভ্রু কুঁচকে গেল, কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন, 'নিজেদের বুদ্ধি মোতাবেক কাজ করত, বুঝেছ।'

লিন্ডা দাদার কাছ থেকে চলে এল। দাদা গলা নিচু করে বললেন, 'আমি তোমার উপর রাগ করছি না, লিন্ডা। আসলে ব্যাপারটা হল গুনতে গুনতে বেশিরভাগ সময় সারা রাত লেগে যেত। এতে মানুষ অধৈর্য হয়ে উঠত। তাই তারা একটি মেশিন বের করল যা দিয়ে অল্প কিছু ভোট দেখে একই জায়গার আগের বছরের ফলাফল তুলনা করে পুরো ফলাফল বলে দিবে। এইভাবে মেশিন গুনে বলে দেবে মোট ভোট কত এবং কে নির্বাচিত হয়েছে। বুঝেছ?'

banglainternet.com

লিন্ডা মাথা নেড়ে বলল, 'যেমন, মাল্টিভ্যাক।'

'প্রথম দিককার কম্পিউটারগুলো ছিল মাল্টিভ্যাকের চেয়ে অনেক ছোট। তারপর মেশিনগুলো বড় হতে লাগল এবং ওগুলো বলে দিতে পারত ফলাফল, কম সংখ্যক ভোটের ফল দেখে। এরপর ওরা তৈরি করল মাল্টিভ্যাক এবং এটা একটি ভোট দেখেই ফলাফল বলে দিতে পারে।'

লিন্ডা পুরো গল্পটা শুনে বেশ মজা পেল, বলল, 'বাহ্ এটা ভালো।'

ম্যাথিউ কপাল কুঁচকে বললেন, 'না, এটা ভালো নয়। আমি চাইনা কোনো মেশিন আমাকে বলে দিক কিভাবে ভোট দিতে হবে কারণ মিলওয়াকির কিছু জোকার বলেছে তারা উচ্চ ট্যারিফের বিরুদ্ধে। হয়তো আমি ভোট দেব তাকে কারণ আমি তাকে পছন্দ করি। হয়তো আমি তাকে ভোট দেব না। হয়তো—'

কিন্তু লিন্ডা ততক্ষণে সেখান থেকে উঠে চলে গেল। দোরগোড়ায় তার মার সাথে দেখা হল। মার পরনে তখন কোটটা রয়েছে। মাথার টুপি খোলারও সময় পায়নি। দমবন্ধ করে মা বলল, 'একা একা এগোও, লিন্ডা। মার মতো এগুবে না।'

তারপর ম্যাথিউর দিকে তাকিয়ে মাথার টুপিটা খুলে চুল ঠিক করতে করতে বলল, 'আগাথার ওখানে গিয়েছিলাম।'

ম্যাথিউ তার দিকে উৎসুক্য নিয়ে তাকালেন, কিন্তু কিছু বললেন না।

সারাহ কোটের বোতাম খুলতে খুলতে বলল, 'বুঝতে পারছ ও কি বলেছে?'

ম্যাথিউ খবরের কাগজটা সোজা করলেন খড়মড় শব্দ তুলে। বলল, 'তা নিয়ে আমি ভাবছি না।'

সারাহ্ বলল, 'শোনো, বাবা—' না তার রাগ করার সময় নেই এখন। খবরটা দিতেই হবে। ম্যাথিউ-ই হল একমাত্র লোক যে খবরটা শুনতে আগ্রহী। 'আগাথার স্বামী জো একজন পুলিশের লোক সেটা তুমি জান। সে বলেছে গত রাতে এক ট্রাক সিক্রেট সার্ভিসের লোক ব্লুমিংটনে এসেছে।'

'ওরা নিশ্চয়ই পেছনে আসেনি।'

'কি যে বল, বাবা? সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট, এবং এটা ইলেকশনের সময়। ওরা ব্লুমিংটনে।'

banglainternet.com

'ওরা বোধ হয় কোনো ব্যাংক ডাকাত ধরার জন্য এসেছে।'

'শহরে কোনো ব্যাংক ডাকাতি হয়নি জানা মতে...বাবা, তুমি একটা হোপলেস।'

সারাহ হতাশ হয়ে চলে গেল।

খবরটা শুনে নরম্যান মূলারও তেমন কোনো উৎসাহ প্রকাশ করল না।

'আচ্ছা সারাহ, আগাথার স্বামী জো কি করে বুঝল ওরা সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট ?' শান্ত গলায় সে জিজ্ঞেস করল। 'তারা নিশ্চয়ই তাদের আইডেন্টিফিকেশেন কার্ড কপালে সেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে না।'

কিন্তু পরদিন দুপুরে, নভেম্বর তখন একদিনের পুরাতন হয়ে গেছে, সারাহ বিজয় গর্বে বলল, 'সবাই অপেক্ষা করে আছে ব্লুমিংটন থেকে একজন ভোটদাতা হতে চলেছে। ব্লুমিংটন নিউজে যেমন বলেছে, তেমন বলেছে ভিডিওতেও।'

নরম্যান অস্বস্তি নিয়ে তাকাল। সে অস্বীকার করছে না খবরটা নিয়ে। মাল্টিভ্যাকের রশ্মি যদি ব্লুমিংটনে আঘাত হানে তাহলে তাদের স্বাভাবিক জীবন নষ্ট হয়ে যাবে, তার মানে খবরের কাগজের লোক, ভিডিও শো, টুরিস্ট, সব মিলিয়ে এক উদ্ভট কাজ কারবার। নরম্যান তার নিরুপদ্রব জীবনধারা পছন্দ করে। দূরে থাকা ঢেরা পেটান রাজনীতি কাছে এগিয়ে আসছে, এটা তার কাছে ভালো লাগছে না।

সে বলল, 'সব গুজব। আর কিছু না।'

'তাহলে অপেক্ষা করেই দেখ। ইউ জাস্ট ওয়েট এ্যান্ড সি।'

বেশিক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হল না। ডোর বেলটা বেজে উঠল তক্ষণি। নরম্যান মূলার দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল 'কাকে চাচ্ছেন ?' দীর্ঘকায় গম্ভীর চেহারার একটি লোক জিজ্ঞেস করল, 'আপনিই কি নরম্যান মূলার ?'

নরম্যান জবাবে বলল, 'হ্যাঁ,' তবে তার গলার জোর আগের মতো নেই। মিন মিন করে যেন বলল। আগন্তুকের চলন বলন দেখে বুঝতে অসুবিধা হল না যে এতক্ষণ যা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হল।

banglainternet.com

আগন্তুক তার পরিচয়পত্র দেখিয়ে ঘরে ঢুকল। তার পেছনে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে মন্ত্র পড়ার মতো বিড় বিড় করে বলে গেল, 'মিস্টার নরম্যান মূলার, যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাতে এসেছি যে ৪ নভেম্বর ২০০৮ মঙ্গলবার আপনাকে যুক্তরাষ্ট্রের ভোটদাতাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।'

নরম্যান মূলার কোনো রকমে হাতড়ে হাতড়ে চেয়ার পর্যন্ত পৌঁছাল।

চেয়ারটাতে বসল, তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, প্রায় অজ্ঞান হবার মতো অবস্থা। সারাহ দৌড়ে গিয়ে পানি নিয়ে এসে হাত ধরে ঝাঁকাতে লাগল আতঙ্কিত হয়ে। ফিস ফিস করে বলল, 'অসুস্থ হয়েও না নরম্যান, অসুস্থ হয়েও না। ওরা তাহলে অন্য কাউকে বেছে নিবে।'

নরম্যান যখন কথা বলতে পারল তখন সে ফিস ফিস করে বলল, 'আমি দুঃখিত, কিছু মনে করবেন না।'

সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট কোট খুলল, তারপর জ্যাকেটের বোতাম খুলে আরাম করে সোফায় বসল।

'না, না ঠিক আছে,' সরকারি ঘোষণা জানিয়ে দেবার পর থেকে তাকে অনেকটা নিশ্চিন্ত এবং বন্ধুভাবাপন্ন মনে হচ্ছে। বলল, 'এই নিয়ে আমাকে ঘোষণাটা দিতে হয়েছে ছয়বারের মতো এবং সব ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখেছি আমি। তবে কারোর প্রথম প্রতিক্রিয়াই ভিডিওর মতো হয় না। কি বলছি বুঝতে পারছেন? একটা দেশ প্রেমে উজ্জিবীত চেহারা নিয়ে বলছে বক্তা, "দেশের জন্য কাজ করতে পেরে আমি গর্বিত।" এই ধরনের কথা আরকি।' এজেন্ট কথাগুলো বলে প্রাণখুলে হাসল।

সারাহ-ও হাসল কিন্তু হাসিটা যেন অপ্রকৃতিস্থ।

এজেন্ট বলল, 'এখন আমাকে কয়েকদিন আপনার পাশেপাশে থাকতে হবে। আমার নাম ফিল হেন্ডলি। আমাকে ফিল বলেই ডাকবেন। নির্বাচন দিন পর্যন্ত মিস্টার মূলার বাড়ি থেকে বের হতে পারবেন না। মিসেস মূলার আপনি ডিপার্টমেন্ট স্টোরে জানিয়ে দিন যে তিনি অসুস্থ। আপনি কাজে বের হতে পারেন তবে এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলতে পারবেন না। ঠিক আছে মিসেস মূলার?'

banglainternet.com

সারাহ জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'না, স্যার একটা কথাও বলব না।'

'ঠিক আছে, কিন্তু মিসেস মূলার', হেন্ডলি গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমরা কিন্তু সিরিয়াস। বাইরে যাওয়া দরকার যাবেন, আমাদের লোক আপনাকে অনুসরণ করবে। আমি দুঃখিত কিন্তু আমরা এইভাবেই কাজ করতে বাধ্য।'

'ফলো করবে?'

'বোঝা যাবে না। চিন্তার কারণ নেই। এটা করতে হবে মাত্র দু'দিনের

জন্যে যতক্ষণ পর্যন্ত না আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসছে কে নির্বাচিত হল। আপনার মেয়ে—'

'সে ঘুমোচ্ছে,' সারাহ গলায় দ্বিধা নিয়ে বলল।

'ভালো। ওকে বলবেন আমি আপনাদের কোনো আত্মীয় বা বন্ধু এবং আপনাদের সঙ্গে কয়েকদিন থাকব। ও যদি সত্যি কথাটা জেনে ফেলে তাহলে তাকে বাড়িতেই আটকা থাকতে হবে। আর আপনার বাবার বাড়িতেই থাকা ভালো।'

'সেটা তার একেবারেই পছন্দ নয়', সারাহ বলল।

'কোনো উপায় নেই। আপনাদের সঙ্গে আর কেউ থাকে না যখন—'

'আমাদের সব বিষয় জানা আছে দেখছি,' নরম্যান ফিসফিস করে বলল।

'কিছুটা জানি', হেন্ডলি স্বীকার করল। 'এই মুহূর্তে আপনাদের জন্যে আপাতত আমার এই নির্দেশ। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাদের সাহায্য করার জন্যে। সরকার আমার জন্যে খরচ করবে তাই আপনাদের কোনো বাড়তি খরচ হবে না। প্রতি রাতে আমি চলে যাব এবং সে জায়গায় অন্য একজন আসবে। সে এই ঘরেই বসে থাকবে, তাই আপনাদের শোবার ব্যবস্থা করার জন্যে ঝামেলা করতে হবে না। এবার শুনুন, মিস্টার মূলার—'

'জ্বী স্যার ?'

'আপনি আমাকে ফিল বলেই ডাকবেন,' এজেন্ট বলল আবার। 'এই দুইদিন আপনার ভূমিকার জন্য আপনাকে তৈরি করে তোলা হবে। আমরা চাই আপনি মাল্টিভ্যাকের সামনে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক থাকবেন। স্বাভাবিক থেকে মনে করবেন প্রতিদিনকার কাজই আপনি করছেন। ঠিক আছে ?'

'ঠিক আছে,' নরম্যান বলল, তারপরই সে তার মাথা ঝাঁকাল তীব্রভাবে। 'কিন্তু আমি কোনো দায় দায়িত্ব নিতে পারব না। আমাকে কেন ?'

'তাহলে শুনুন', হেন্ডলি বলল, 'সরাসরিই বলি। মাল্টিভ্যাক সব খুঁটিনাটি তথ্য জানে, কোটি কোটি তথ্য। যে তথ্যটা জানে না সেটা দীর্ঘদিন

banglainternet.com

পর্যন্ত জানে না। এটাই হল মানুষের চরিত্র। সব আমেরিকানরাই অন্যরা কি করছে কি ভাবছে তার দ্বারা প্রভাবিত। যে কোনো আমেরিকানকে মাল্টিভ্যাকের সামনে এনে তার মানবিক প্রবণতা যাচাই করা যায়। তা থেকে দেশের সবার মানসিক প্রবণতা বোঝা যায়। কিছু আমেরিকান কোনো এক বিশেষ বছরে কি ঘটেছে তার ওপর নির্ভর করে তাদের প্রতিক্রিয়া। মাল্টিভ্যাক আপনাকে এ বছরের সবচেয়ে প্রতিনিধিমূলক নাগরিক হিসেবে বেছেছে। সবচেয়ে চালাক কিংবা শক্তিশালী এবং সবচেয়ে ভাগ্যবান এর কোনোটাই নয় কিন্তু আপনি সবচেয়ে প্রতিনিধিমূলক। তাই আমরা মাল্টিভ্যাকের সিদ্ধান্তে প্রশ্ন তুলি না, তুলি কি ?'

'ও কি ভুল করতে পারে না ?' নরম্যান জিজ্ঞেস করল।

সারাহ শুনছিল অধৈর্য্যভাবে, সে এবার বলে উঠল, 'তার কথায় কান দেবেন না, স্যার। ও আসলে নার্ভাস। আসলে সে রাজনীতি সম্পর্কে ভালো জানে এবং ভালো বোঝে।'

হেন্ডলি বলল, 'মাল্টিভ্যাক সিদ্ধান্ত নেয়, মিসেস মূলার। এবার সে আপনার স্বামীকে বেছেছে।'

'কিন্তু ওটা কি সব জানে ?' নরম্যান গোঁয়ারের মতো বলে উঠল। 'ওটার কি ভুল হতে পারে না ?'

'হ্যাঁ, হতে পারে। খোলাখুলি কথাই ভালো। ১৯৯৩ সালে একজন নির্বাচিত ভোটদাতাকে জানানর দুই ঘণ্টা আগে স্ট্রোকে মারা যায়। মাল্টিভ্যাক সেটা অনুমান করতে পারেনি; পারারও কথা নয়। একজন ভোটদাতা মানসিকভাবে দুর্বল হতে পারে কিংবা দেশের প্রতি আনুগত্যের অভাব থাকতে পারে। মাল্টিভ্যাকের পক্ষে সব কিছু জানা সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সব রকম তথ্য তাকে ফিড করা হচ্ছে। তাই একজন বিকল্প ভোটদাতা সব সময় প্রস্তুত রাখা হয়। আমার মনে হয় না এবার তার দরকার হবে। আপনার স্বাস্থ্য ভালো, মিস্টার মূলার এবং আপনাকে খুব সাবধানে অনুসন্ধান করা হয়েছে। আপনি সবগুলোতেই উৎরে গেছেন।'

নরম্যান হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে চুপচাপ বসে রইল।

'কাল সকালের মধ্যে, স্যার,' সারাহ বলল, 'ও ঠিক হয়ে যাবে। অভ্যস্ত হতে একটু সময় লাগবে।'

'অবশ্যই', হেন্ডলি বলল।

পরে বেডচেম্বারে যখন ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ রইল না, তখন সারাহ ধমকের সুরে বলে উঠল, 'নিজেকে শক্ত কর, নরম্যান। এমন সুযোগ ক'জনের জীবনে আসে।'

নরম্যান মরিয়া হয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে, সারাহ। পুরো ব্যাপারটা।'

'ওহ্ খোদা, কেন? তোমাকে তো কিছুই করতে হবে না, শুধু দু'টো কি একটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।'

'এ দায়িত্ব অনেক বড়। আমি পারব না।'

'দায়িত্ব কিসের? কোনো দায়িত্ব নেই। মাল্টিভ্যাক তোমাকে বেছেছে। দায়িত্বটা মাল্টিভ্যাকের। সবাই সেটা জানে।'

নরম্যান বিছানায় উঠে বসল হঠাৎ বিদ্রোহ এবং রাগ থেকে। চেঁচিয়ে বলল 'প্রত্যেকেই হয়তো ব্যাপারটা জানে। কিন্তু তারা জানে না। তারা—'

'নিচু গলায় কথা বল,' ঠাণ্ডা গলায় সারাহ বলল। 'তোমার কথাগুলো শহরের সবখান থেকে শোনা যাবে।'

'না শুনতে পাবে না,' নরম্যান বলল, দ্রুত তার গলার স্বর নামিয়ে ফেলল। 'ওরা যখন ১৯৮৮ সালের রিজলেই প্রশাসন সম্পর্কে বলে, ওরা কি তখন বলে কিভাবে জিতেছিল? না বলে না। তারা বলে "জঘন্য ম্যাককোম্বার ভোট" বলে, যেন হামফ্রে ম্যাককোম্বারই হল সেই মানুষ যে যা ইচ্ছে করতে পারে কারণ সেই-ই মাল্টিভ্যাকের মুখোমুখি হয়েছিল। আমি নিজেকে বলেছি এবং ভেবেছি গ্রামের হতভাগ্য ওই কৃষক কিন্তু বলেনি তার নামটা বেছে নিতে। তাহলে এটা তার দোষ হবে কেন? এখন তার নাম একটি অভিশাপ।'

'তুমি তো দেখছি পাগল হয়ে গেছ,' সারাহ বলল।

'আমি সচেতন। সারাহ, আমি তোমাকে বলেছি এই প্রস্তাব আমি মানব না। ওরা আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়াতে পারবে না। বলব আমি অসুস্থ। আমি বলব—'

banglainternet.com

সারাহ-র ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। 'আমার কথা শোনো,' সে ফিস ফিস করে বলল। 'তুমি শুধু তোমার কথাই বলতে পার না। ভোটার অব দ্য ইয়ারের মানে তুমি জান। এর মানে হল প্রচার, সম্মান এবং ঝুড়ি ভর্তি টাকা—'

'এবং তারপর আবার কেরানীর কাজে ফিরে যাওয়া।'

'তা হবে কেন। মাথায় বুদ্ধি থাকলে তোমাকে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বানাবে, তোমাকে করবেই যদি আমার কথা মতো চল। তোমার হাতের কার্ড ঠিকমতো চালতে পারলেই প্রচার কন্ট্রোলে চলে আসবে। তুমি কেনেল স্টোরেজের কাছে চাপ সৃষ্টি করতে পারবে। তোমার বেতন বাড়াতে পারবে এবং চাকরির পর পেনশানও বাড়াতে পারবে।'

'ভোটদাতার অর্থ তো তা নয় সারাহ।'

'এটা তোমার ভাবনা। তুমি যদি তোমার জন্য কিংবা আমার জন্য—আমার কথা বাদই দিলাম—তুমি অন্তত লিন্ডার জন্য কিছু করো।'

নরম্যান আর্তনাদ করে উঠল।

'কি ভাবছ, করবে না?' সারাহ বাধা দিয়ে বলল।

'ঠিক আছে করব,' বিড় বিড় করে বলল নরম্যান।'

৩ নভেম্বর সরকারি ঘোষণা দেওয়া হয়ে গেল। নরম্যানের পক্ষে আর ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। অবশ্য সে সাহসও তার ছিল না।

তাদের বাড়ি একেবারে সীল করে দেওয়া হল। সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা তাদের বাড়ির বাইরে যেতেও বাধা দিচ্ছে এবং সকল পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাইরে থেকে কেউ এসে দেখা করবে তারও কোনো উপায় রইল না।

banglainternet.com

প্রথম দিকে টেলিফোন বাজত ঘন ঘন, কিন্তু ফিলিপ হেন্ডলি অমায়িক হাসি দিয়ে প্রতিবার ফোন তুলত। এরপর এক্সচেঞ্জ থেকে প্রতিটা কল থানায় ডাইভার্ট করে দেওয়া হল।

নরম্যান ভেবে দেখল এক দিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। বন্ধুদের অভিনন্দনের (নাকি ঈর্ষা) ঠেলায় জান কাবাব হয়ে যেত। তাছাড়া সেলসম্যানদের ফোন, রাজনীতিবিদদের ফোন...এমনকি লাইফ থ্রেট করতেও ছাড়ত না।

খবরের কাগজ আসাও বন্ধ হয়ে গেল। এমন কি লিন্ডার তীব্র প্রতিবাদের পরও টেলিভিশনের কানেকশন কেটে দেওয়া হয়েছে।

ম্যাথিউ ঘরে বসে থাকলেন আর গজ গজ করতে লাগলেন; লিন্ডা প্রথম দিকে খুব উৎসাহিত হয়েছিল কিন্তু বাইরে যাওয়া বন্ধ হওয়ার ফলে সে খুব বিপদে পড়ল; সারাহ তার সময় ভাগ করে নিয়েছে রান্নাবান্না আর ভবিষ্যতের পরিকল্পনার ছক বানান নিয়ে; নরমান ধীরে ধীরে মনমরা হয়ে পড়ছিল।

অবশেষে ৪ নভেম্বর মঙ্গলবার ২০০৮ সালের সকাল হল। আজ ইলেকশনের দিন।

সকাল সকাল নাস্তা তৈরি, কিন্তু শুধু নরম্যান মূলারই খেল। গোসল এবং সেভ করার পরও তার নিজের কাছে কেমন যেন নোংরা নোংরা লাগছিল।

হেন্ডলি এমন মনমরা পরিবেশকে চাঙ্গা করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছিল। (আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে যে দুপুরের আগেই বৃষ্টি হতে পারে।)

হেন্ডলি বলল, 'মিস্টার মূলার ফিরে না আসা পর্যন্ত বাড়িটা এমনই থাকবে। তারপর উনি ফিরে এসে আমরা বিদায় নেব।' সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট আজ তার ইউনিফর্ম পরেছে। এমনকি একটি শক্তিশালী অস্ত্রও ঝুলছে তার কাঁধ থেকে।

'আপনারা আমাদের কোনো অসুবিধা করেননি, মিস্টার হেন্ডলি,' সারাহ কাষ্ঠহাসি মুখে এনে বলার চেষ্টা করল।

banglainternet.com

নরম্যান দুই কাপ কফি খেয়ে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল এবং বলল, 'আমি প্রস্তুত।'

হেন্ডলিও উঠে দাঁড়াল। 'বেশ, তাহলে চলুন, মিসেস মূলার আপনাকে ধন্যবাদ, আপনার আতিথেয়তার জন্যে।'

ফাঁকা রাস্তা দিয়ে আর্মাড কার ছুটে চলল। যদিও এত সকালে রাস্তা সাধারণতঃ ফাঁকা থাকে না।

হেন্ডলি সেদিকে ইঙ্গিত করে বলল, '১৯৯২ সালের লেভেরেট

ইলেকশনকে বোমা মেরে ভণ্ডুল করার চেষ্টা হয়েছিল, তারপর থেকে রাস্তা ফাঁকা রাখা হয়।'

গাড়ি যখন থামল তখন বিনীত হেন্ডলি নরম্যানকে আন্ডার গ্রাউন্ড ড্রাইভ-এর পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। দুই পাশের দেয়ালে সৈন্যরা সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা তাকে নিয়ে গেল জোরাল আলোয় আলোকিত একটা ঘরে। সেখানে তিনজন সাদা ইউনিফর্ম পরা লোক হাসিমুখে তাকে গ্রহণ করল।

নরম্যান রাগত গলায় বলে উঠল, 'এ কি, এটা যে হসপিটাল।'

'তাতে কোনো অসুবিধা নেই,' সঙ্গে সঙ্গে হেন্ডলি বলে উঠল। 'এটা সেই হসপিটাল যার সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে।'

'বেশ, কিন্তু আমাকে এখানে কি করতে হবে?'

হেন্ডলি মাথা দুলাতেই তিন সাদা ইউনিফর্ম পরা একজন এগিয়ে এসে বলল, 'আমি এখন তাঁর দায়িত্ব নিচ্ছি, এজেন্ট।'

হেন্ডলি স্যালুট ঠুকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সাদা পোশাকের লোকটি বলল, 'মিস্টার মূলার, আপনি বসুন। আমি জন পলসন, সিনিয়র কম্পিউটার। আর এরা দু'জন হল স্যামসন লেভিন এবং পিটার ডোরোগোবুজ, আমার সহকারী।'

ভাবলেশহীনভাবে নরম্যান তাদের সাথে করমর্দন করল। পলসন লোকটা লম্বায় মাঝারি, হাসি হাসি মুখ, মাথায় পরচুল। চোখে পুরান ফ্যাশানের প্লাস্টিক ফ্রেমের চশমা। কথা বলতে বলতে সে একটা সিগারেট ধরাল। (নরম্যানকে সিগারেট অফার করায় সে নিল না।)

banglainternet.com

পলসন বলল, 'প্রথমেই বলে রাখি আমাদের তাড়াহুড়োর কিছু নেই, মিস্টার মূলার। দরকার হলে সারাটা দিন আমাদের সাথেই কাটান, যাতে এই পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু আছে এই সব ধারণা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন, বুঝেছেন?'

'ঠিক আছে,' নরম্যান বলল। 'তাড়াতাড়ি শেষ হলে বাঁচি।'

'আমি আপনার মনোভাব বুঝতে পারছি। তারপরেও আমরা আপনাকে স্পষ্ট ধারণা দিতে চাই কি হতে চলেছে। প্রথম কথা হল, মাল্টিভ্যাক এখানে নেই।'

'এখানে নেই?' সে একটু যেন হতাশ হল। মাল্টিভ্যাক দেখার জন্যই ওর কৌতূহল। লোকে বলে মাল্টিভ্যাক আধ মাইল লম্বা এবং তিন তলা সমান উঁচু, ওর বারান্দা দিয়ে পঞ্চাশজন টেকনিশিয়ান সব সময় পায়চারী করছে। এটা পৃথিবীর আশ্চর্যতম জিনিসগুলোর মধ্যে একটি।

পলসন তার মনের ভাব বুঝে হেসে বলল, 'না, আপনি হয়তো জানেন ওটা পর্টেবল নয়। ওটা মা টির তলায় আছে, অল্পসংখ্যক লোকই জানে ওটা কোথায়। বুঝতেই তো পারছেন ওটা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিশ্বাস করুন, ইলেকশনের কাজই তার একমাত্র কাজ নয়।'

নরম্যান ভাবল লোকটা ইচ্ছে করেই বেশি কথা বলছে যাতে অন্তরঙ্গ হওয়া যায়। 'ভেবেছিলাম ওটা দেখতে পাব। আমি ওটা দেখতে চাই।'

'তা তো অবশ্যই, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ওটার জন্যে প্রেসিডেন্টসিয়াল অর্ডার চাই এবং সেই সাথে নিরাপত্তা দপ্তরের ছাড়পত্র। সে যাই হোক, আমরা মাল্টিভ্যাকের সাথে বীম ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে যুক্ত আছি। মাল্টিভ্যাক যা বলবে এখানে তার ব্যাখ্যা করা যাবে এবং আমরা যা বলব তা সোজা মাল্টিভ্যাকে বীম করে সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। অন্যভাবে বললে আমরা ওটার সামনেই দাঁড়িয়ে আছি।'

নরম্যান আশেপাশে তাকিয়ে দেখল চারিদিকে নানান ধরনের যন্ত্রপাতি। এর কোনটারই তার কাছে কোনো অর্থ নেই।

'আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, মিস্টার মূলার,' পলসন বলল। 'জাতীয়, প্রাদেশিক এবং জাতীয় নির্বাচনের জন্য যত রকমের তথ্য দরকার তার সবই মাল্টিভ্যাকের জানা আছে। শুধু অনুমান করা যায় না এমন কিছু মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি পরীক্ষা করে দেখার অপেক্ষা। আমাদেরকে কি প্রশ্ন করা হবে সেটা আগে থেকে আন্দাজ করা সম্ভব নয়। হয়তো সেগুলোর বেশির ভাগই আপনার কিংবা আমাদের কাছে অর্থহীন মনে হবে। হয়তো জিজ্ঞেস করবে শহরের ময়লা পরিষ্কার করার ব্যাপারে আপনার মতামত কি; আপনি কি ওগুলো এক জায়গায় জড়ো করে পুড়িয়ে ফেলার পক্ষপাতি। হয়তো জিজ্ঞেস করবে আপনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক আছে নাকি আপনি নিজেই ন্যাশনাল মেডিসিনেই আছেন। বুঝতে পারছেন তো?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি।'

banglainternet.com

'ওটা যে প্রশ্নই করুক না কেন আপনি আপনার মতো করে উত্তর দেবেন, যেমন ভাবে আপনার খুশি। যদি মনে করেন ভালো করে বোঝাতে এক ঘণ্টা লাগবে, সময় নিন প্রয়োজনে।'

'বুঝেছি।'

'আর একটা কথা, আমরা কতগুলো খুব সাধারণ ডিভাইস ব্যবহার করব, যেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার রক্তের চাপ, হার্টবিট, চামড়ার পরিবাহিতা এবং ব্রেন-ওয়েভ প্যাটার্ণ ইত্যাদি রেকর্ড করবে। মেশিনগুলো দেখতে খুব ভয়াবহ কিন্তু মোটেও যন্ত্রণাদায়ক নয়। আপনি টেরই পাবেন না।'

ইতোমধ্যে অন্য দুই টেকনিশিয়ান চাকাওয়ালা চকচকে অ্যাপারেটাস নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

. নরম্যান জিজ্ঞেস করল, 'এইসব কি ব্যবহার করা হচ্ছে, আমি মিথ্যা বলছি কিনা তা দেখার জন্যে?'

'ঠিক তা নয়, মিস্টার মূলার। মিথ্যা বলার প্রশ্নই আসে না। এগুলো শুধু মানসিক আবেগ রেকর্ড করার জন্যে। যদি মেশিন আপনাকে প্রশ্ন করল আপনার ছেলের স্কুল সম্পর্কে, আপনি হয়তো বললেন, "স্কুলে ছাত্র সংখ্যা বেশি।" এটা হল মুখের কথা। আপনার ব্রেন এবং হার্ট হরমোন এবং ঘামের গ্ল্যান্ডের প্রতিক্রিয়া থেকে মাল্টিভ্যাক বিচার করবে এই বিষয়ে আপনি কতটা উত্তেজনা অনুভব করছেন। আপনার অনুভূতি আপনার চেয়ে অনেক বেশি সূক্ষ্মভাবে বুঝতে পারবে মাল্টিভ্যাক।'

'এমনতর কথা আমি কখনো শুনিনি,' নরম্যান বলল।

'না, আমি নিশ্চিত আপনি শোনেননি। মাল্টিভ্যাকের কর্মপদ্ধতি গোপন রাখাটাই আমাদের কাজ। আপনাকে ছেড়ে দেবার আগে একটা কাগজে সই নেওয়া হবে যে, আপনি প্রতিশ্রুতি দেবেন যে আপনাকে কি ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি কি উত্তর দিয়েছিলেন, কিংবা কি করা হয়েছিল, কিভাবে করা হয়েছিল, এসব কিছুই আপনি প্রকাশ করবেন না। মাল্টিভ্যাক সম্পর্কে বাইরের লোক যত কম জানবে তাতে আমরা যারা এখানে কাজ করি তাদের পক্ষে অনেক ভালো।' সে দাঁত বের করে হাসল। 'এমনিতেই আমাদের জীবন অনেক কঠিন হয়ে আছে।'

banglainternet.com

নরম্যান মাথা হেলিয়ে বলল, 'বুঝতে পেরেছি।'

'এবার আপনি কিছু খেতে বা পান করতে চান?'

'না। এখন কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'আপনার কোনো প্রশ্ন আছে?'

নরম্যান মাথা নাড়ল।

'তাহলে আপনি যখন তৈরি হবেন, আমাদেরকে বলবেন।'

'আমি প্রস্তুত আছি।'

'আপনি নিশ্চিত?'

'সম্পূর্ণভাবে।'

পলসন মাথা নাড়ল এবং হাত নেড়ে অন্য দু'জনকে ইশারা করল। ওরা ভয়াল দর্শন যন্ত্রপাতি নিয়ে আসতে লাগল। নরম্যান মূলার দেখল ওইসব যন্ত্রপাতি দেখে তার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে গেছে।

প্রায় তিনঘণ্টা ধরে নরক যন্ত্রণা চলল, মাঝে একবার কফি বিরতি ছিল, তারপর আবার সেই একই অবস্থা। সর্বক্ষণই নরম্যান মূলার ছিল নানারকম কলকব্জার সঙ্গে বাঁধা। কাজ শেষে সে প্রচণ্ড পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

এখানে আজ কি হল সেসব গোপন রাখার প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়ায় তার হাসি পেল। ইতোমধ্যে সব তালগোল পাকাতে শুরু করেছে। কি প্রশ্ন করা হয়েছিল তা তার নিজেরই মনের ভেতর ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে।

ওর কাছে মাল্টিভ্যাকের গলার আওয়াজ যান্ত্রিক এবং সুপারহিউম্যান মনে হয়েছিল, কেন মনে হল তার কারণ জানে না, তবে তার ধারণা সম্ভবত বেশি টেলিভিশন দেখার ফল। সত্য ঘটনায় কোনো নাটকীয়তা নেই। প্রশ্নগুলো ম্যাটালিক ফয়েলে ফুটো ফুটো করা। অন্য একটি মেশিনে ওগুলো বাক্যে রূপান্তরিত হয়। পলসন পড়ে শোনাল প্রশ্নগুলো তারপর সেটা তার হাতে ধরিয়ে দিল পড়ার জন্যে।

banglainternet.com

নরম্যানের উত্তরগুলো রেকর্ডিং মেশিনে রেকর্ড করা হল। তারপর সেটা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে নরম্যানকে বাজিয়ে শোনান হল, যদি কোনো সংশোধনী থাকে। এরপর সেটা প্যাটার্ন তৈরির মেশিনে ঢুকিয়ে দেওয়া হল, তারপর সেটা সরাসরি মাল্টিভ্যাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

শুধু একটা প্রশ্নই নরম্যানের মনে পড়ল : 'ডিমের দাম সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ?'

অবশেষে প্রশ্ন করা শেষ হল। ওরা ওর শরীর বিভিন্ন অংশ থেকে ইলেকট্রোড এবং ব্যান্ডগুলো খুলে নিতে লাগল। তারপর যন্ত্রপাতিগুলো ধীরে ধীরে সরিয়ে নিতে লাগল।

নরম্যান উঠে দাঁড়াল। একটা লম্বা শ্বাস টেনে জিজ্ঞেস করল, 'সব হয়েছে ? আমি যেতে পারি ?'

'এখন নয়।' পলসন দ্রুত তার সামনে এসে আশ্বাস দেবার মতো করে হাসল। 'আমরা আপনাকে আর এক ঘণ্টা এখানে থাকতেই অনুরোধ করছি।'

'কেন ?' রেগে গিয়ে নরম্যান জিজ্ঞেস করল।

'মাল্টিভ্যাককে এইসব নতুন তথ্যগুলো, যেখানে কোটি কোটি তথ্য জমা আছে, সাজাবার জন্যে সময় দিতে হবে। হাজার হাজার ইলেক্ট্রনিক্সের কাজ এগুলো, বুঝতে পারছেন। জটিল বিষয়। নির্বাচন তো অনেক হল, ফোনিক্স, অ্যারিজোনা অথবা ইউলকোসবোরোর কোথাও, নর্থ ক্যারোলিনায়। বলা তো যায় না কোথাও সন্দেহ দেখা দিল। তখন হয়তো মাল্টিভ্যাক আপনাকে দুই একটি প্রশ্ন করতে পারে জরুরি ভিত্তিতে।'

'না,' নরম্যান বলল। 'আমি আর পারব না।'

'হয়তো এমন হবে না,' পলসন ঠাণ্ডা স্বরে বলল। 'এটা কদাচিৎ ঘটে। কিন্তু এই মুহূর্তে আপনাকে "থাকতে" হবে।' তারপর তার গলা লোহার মতো কঠিন করে বলল, 'আপনার কোনো উপায় নেই, সেটা আপনি জানেন।'

banglainternet.com

নরম্যান হতাশ হয়ে বসে পড়ল। কাঁধটা একবার ঝাঁকাল।

পলসন বলল, 'আপনি খবরের কাগজ পড়তে পারবেন না, তবে রহস্য গল্প উপন্যাস পড়তে চাইলে বলুন, কিংবা দাবা খেলতে চাইলে খেলতে পারেন। অথবা সময় কাটানর জন্য অন্য কিছু থেকে আপনার কাছে তাহলে সেটা করুন। আমার মনে হয় সেটা বলতে পারেন।'

'ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করছি।'

ওরা ওকে পাশের একটা ছোট্ট ঘরে নিয়ে গেল। যে ঘরে তাকে প্রশ্ন

করা হয়েছিল ঠিক তার পাশের ঘর এটি। নরম্যান একটা প্লাস্টিকে ঢাকা গদিওয়ালা চেয়ার দেখে তাতে বসে চোখ বুজল।

শেষ ঘণ্টাটি তাকে এইভাবেই কাটিয়ে দিতে হবে।

নরম্যান অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। ধীরে ধীরে উত্তেজনা নিয়মিত হয়ে স্বাভাবিক অনুভূতি ফিরে আসছিল তার। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। হাত মুঠো করতে গেলে আঙুল কাঁপছিল না।

হয়তো আর প্রশ্ন করা হবে না। হয়তো সব শেষ হয়েছে।

যদি সব শেষ হয়ে থাকে তাহলে ওকে মশাল মিছিল এবং বিভিন্ন জায়গায় উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা দিতে হবে। সে যে ভোটার অব দ্য ইয়ার!

সে, নরম্যান মূলার ইন্ডিয়ানার ব্লুমিংটনের একটি ছোট্ট ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ক্লার্ক। মহৎ লোক হিসেবে জন্ম হয়নি তার, মহৎ হবার জন্য চেষ্টাও করেনি, কিন্তু মহত্ত্ব তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল।

ঐতিহাসিকরা ২০০৮ সালের মূলারের ইলেকশন নিয়ে আলোচনা করবেন। ওর নাম দিয়েই চিহ্নিত হবে এ বছরের নির্বাচন, মূলার নির্বাচন।

প্রচার, ভালো চাকরি, কাড়ি কাড়ি টাকা, সবই সারাহকে খুব আনন্দ দেবে। হয়তো তার মনও তাই চাইছে। সে অবশ্যই স্বাগত জানাবে। প্রত্যাখান করবে না এইসব অফার। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে অন্য কিছু নিয়ে ভাবছিল।

ওটা হল দেশপ্রেমের আলো। আফটার অল, সে তো সমস্ত দেশের ভোটদাতাদের প্রতিনিধি। সে তাদের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সে একদিনের জন্যে একজন ব্যক্তি মাত্র নয়, সে সমস্ত আমেরিকার।

banglainternet.com

দরজাটা খুলে গেল, পিঠ সোজা করে বসে চোখ খুলল। এক মুহূর্তের জন্যে তার পেটের ভেতর গুলিয়ে উঠল। আবার প্রশ্ন করা হবে নাকি!

কিন্তু পলসনের মুখে হাসি। 'সব হয়ে গেছে, মিস্টার মূলার।'

'আর প্রশ্ন করা হবে না?'

'তার দরকার নেই। সবকিছু ঠিকঠাক মতোই হয়েছে। আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হবে, তারপর থেকে আপনি আপনার ব্যক্তিগত জীবনে ফিরে যাবেন। অর্থাৎ জনগণ যতটা দেবে।'

'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।' নরম্যানের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'কে নির্বাচিত হল?'

পলসন তার মাথা নাড়ল। 'সরকারি ঘোষণা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ ব্যাপারে নিয়ম কানুন খুব কড়া। আমরাও আপনাকে বলতে পারব না। বুঝতে পারছেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তা তো অবশ্যই,' নরম্যান বিব্রত বোধ করল।

'সিক্রেট সার্ভিস লোকেরা আপনাকে কিছু কাগজ সই করতে দেবে।'

'অবশ্যই,' হঠাৎ যেন নরম্যান মূলার গর্ব বোধ করতে লাগল, আত্মবিশ্বাসে সে এখন বলিয়ান।

জগতটা নিঁখুতভাবে চলে না। তারই ভেতর দিয়ে পৃথিবীর প্রথম এবং শ্রেষ্ঠতম ইলেকট্রনিক গণতন্ত্রের দেশের জনগণ নরম্যান মূলারের মাধ্যমে (তার মাধ্যমে!) অবাধ ও স্বাধীন মত প্রকাশ করার সুযোগ পেল।

অনুবাদ : হাসান খুরশীদ রুমী

banglainternet.com